আঞ্চলিক পরব গরুখুটা উৎসবে মাতল পুরুলিয়া

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরুলিয়া ঃ প্রাচীন ঐতিহ্য বজায় রেখে শুক্রবার 'গরুখুটা' উৎসবে মাতোয়ারা হয়ে উঠল পুরুলিয়ার গ্রামগঞ্জের মানুষজন। জেলার একটি স্তরের মানুষ এদিন তাদের গ্রামীম এই উৎসবকে নিয়ে ঢোল, ধামসা, মাদলের সুরে হয়ে উঠেছিলেন আনন্দ বিভোর। কিন্তু এই 'গরুখুটা' কি ধরনের উৎসব বা পরব তা বাংলার অন্য জেলার মানুষের কাছে অজানা বিষয়। 'গরুখুটা' হল পুরুলিয়ার প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী একটি আঞ্চলিক উৎসব বা পরব। এ বিষয়ে অভিজ্ঞমহল থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে জানা যায়, প্রতি বছর আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে আমন ধান চাষের সময় গরু ও মহিষদের অনেক পরিশ্রম করতে হয়। জমিতে লাঙ্গল দেওয়া থেকে শুরু করে গাড়ি টানা, ফসল মাড়ানো ইত্যাদি কাজে বেগড়বাই করলে গরু ও মহিষ জোড়াকে মনিব এবং চাষের কাজে নিযুক্ত ব্যক্তিদের চাবুকের আঘাত সহ্য করতে হয়। কিন্তু মনিবরা ভালো করেই

বোঝেন যে বহু পরিশ্রমের ফসল ঘরে তোলার পিছনে চাষির সমান গবাদি পশুগুলিরও অবদান রয়েছে। তাই জমি থেকে ফসল ঘরে কিংবা খামারে তুলে আনার আগে সেই গবাদি পশুদের সন্তুষ্ট করতে কার্ত্তিক মাসের অমাবস্যার দিন থেকে গরু ও মহিষের শিং-এ তেল মাখানো, জল দিয়ে পায়ের খুর ধোয়ানো, শিং জোড়ায় সিঁদুর মাখানো, সারাগায়ে নানা রকম রঙের ছোপ দিয়ে সাজানো প্রভৃতি ভাবে গরু ও মহিষকে খুশি করা হয়। পরিশেষ অমাবস্যা তিথির শেষদিনে অর্থাৎ ভাইফোঁটার দিন চাষিদের ঘরে ঘরে গবাদি পশু থাকার গোয়ালঘরের নির্দিষ্ট একটি জায়গায় চাষের কাজে ব্যবহৃত লাঙ্গল, কোদাল, গাঁইতি ইত্যাদি সরঞ্জাম স্থাপন করে পূজো করা হয়। পুরুলিয়ার ভাষায় একে 'গরয়া' পূজা বা 'গোয়ালপূজা' বলা হয়। এদিন বিকালে গ্রামের পাড়ায় পাড়ায় বিভিন্ন জায়গাতে খুঁটির সাথে একটি গরুকে শক্ত দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হয়। এরপর গ্রামের কিছু রসিক লোকজন দলবেঁধে ঢোল, ধামসা, মাদল ইত্যাদি বাজাতে বাজাতে হাজির হয় খুঁটিতে আবদ্ধ সেই গরুটির কাছে। বাদ্য সহকারে গরুটির সামনে কোন গবাদি পশুর এক টুকরো শুকনো চামড়া তুলে ধরে রসিকজনেরা লম্ফঝম্ফ করতে থাকে। যা দেখে উত্তেজিত হয়ে ও প্রাণের ভয়ে দড়ি ছিঁড়ে পালিয়ে যেতে প্রাণপণ চেষ্টা করে গরুটি। নানা ধরনের বাজনার বিকট আওয়াজ, আঞ্চলিক গান, মানুষের চিৎকার আর চামড়ার টুকরো দেখে উত্তেজক পরিস্থিতি থেকে অব্যাহতি পেতে অবলা এই চতুষ্পদ প্রাণীটি যত লম্ফঝম্ফ করতে থাকে ততই আনন্দে আত্মহারা হয়ে ওঠে রসিকজনেরা। তারিয়ে তারিয়ে সেই মজা উপভোগ করেন গ্রামের এইটি অংশের মানুষজনও। এই হল পুরুলিয়া জেলার 'গরুখুটা' উৎসব।

চিপ এটিএম দেওয়ার নাম করে সেভিংস এ্যাকাউন্ট থেকে টাকা হাতানোর অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, হুগলি ঃ চিপ এটিএম দেওয়ার নাম করে সেভিংস এ্যাকাউন্ট থেকে ২,৫৯, ৩৫৮ টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। ডানকুনি হাউসিং-এর বাসিন্দা অশোক পুততুণ্ড ইণ্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ কেমিক্যাল বায়োজলিতে চাকরী করতেন। যাদবপুরে ইউনিভার্সিটি স্টেট ব্যাঙ্কে এ্যাকাউন্ট রয়েছে তাঁর। অবসরের পর ডানকুনি ব্রাঞ্চে এ্যাকাউন্ট খোলেন তিনি। গত ৪ নভেম্বর অশোকবাবুর মোবাইলে একটি ম্যাসেজ আসে। কিছুক্ষণ পরে ফোন করে হিন্দিতে বলা হয়, চিফ এটিএম দেওয়া হবে যে ম্যাসেজ গেছে তার নম্বর অর্থাৎ ৬টিপি-টা দিতে। অশোকবাবু ছয় ডিজিটের নম্বর বলে দিতেই ৪৯ হাজার ৯৯০ টাকা করে দুবার তুলে নেওয়া হয়। টাকা চলে যাওয়ার ম্যাসেজ আসতেই এ্যাকাউন্ট ব্লক করে দেন। ওই দিন ব্যাঙ্ক বন্ধ থাকায় পরদিন ব্যাঙ্কে গিয়ে লিখিত অভিযোগ জানান অশোকবাবু। ডানকুনি থানাতেও অভিযোগ জানান। সেদিনও আবার ৪৯, ৯৯০ টাকা করে দুবার তুলে নেওয়া হয়। ৭ তারিখ লালবাজারে গিয়ে ব্যাঙ্ক ফ্রড সেকশনে অভিযোগ জানান।

গত কাল আবার অশোকবাবুর এ্যাকাউন্ট থেকে ১৯ হাজার ৯৯৯ টাকা তুলে নেওয়ার ম্যাজেস আসে। ব্যাঙ্কে জানতে চান অশোকবাবু এ্যাকাউন্ট ব্লক করে দেবার পরেও কিকরে টাকা গায়েব হয়ে গেল? ব্যাঙ্কের তা অজানা বলে জানান ম্যানেজার। ব্যাঙ্কের পক্ষ থেকে জানানো হয় যে, পেটিএম আর ভিম ইউ পি আই অ্যাপ ব্যবহার করে এই টাকা তুলে নেওয়া হয়েছে। অশোকবাবুর যাদবপুর ব্রাঞ্চ থেকেও দু'বারে ৪০ হাজার টাকা তোলা হয়েছে। তাঁর প্রশ্ন, একবার ওটিপি দিয়ে তিনদিন পরে কী করে টাকা তোলা হল? এটিএম ব্লক করা সত্বেও টাকা তুলে নেওয়া হল কীভাবে? প্রয়োজন নেট ব্যাঙ্কিং করতে হয় অশোকবাবুকে। এ্যাকাউন্ট থেকে আড়াই লক্ষ টাকা গায়েব হয়ে যাওয়ায় ব্যাঙ্কে টাকা রাখতেই ভয় পাচ্ছেন তিনি।

ঘোষাল বাড়ির জগদ্ধাত্রী পুজোয় মেতে ওঠেন এলাকাবাসী

নিজস্ব সংবাদদাতা, ইন্দাস ঃ প্রায় দুই শতাধিক বছর ধরে নিষ্ঠার সঙ্গে জগদ্ধাত্রী পুজো হয়ে আসছে বাঁকুড়ার পাত্রসায়েরের থানার পাটিতগ্রামের ঘোষাল পরিবারে। এই পুজোটি পারিবারিক পুজো হলেও এই পুজোকে ঘিরে মেতে ওঠেন গ্রামবাসীরাও। এমনকি আশপাশের গ্রামের মানুষরাও ঘোষাল বাড়ির পুজোতে অংশগ্রহণ করেন। সপ্তমী ও অষ্টমীতে পুজো না হলেও নবমীর দিন একসঙ্গে তিনদিনের পুজো সারা হয়। ওই দিন বেশ জাঁকজমক করে পুজো অনুষ্ঠিত হয়। এলাকার বিভিন্ন গ্রাম থেকে বহু মানুষ প্রতিমা দর্শন করতে আসেন। দশমীর দিন পুজো শেষে প্রতিমার বিসর্জন দেওয়া হয়। দু'দিনের এই পুজোকে ঘিরে গোটা গ্রামে একটা আনন্দ উৎসবের চেহারা নেয়। দশমীর দিন পুজো শেষে নরনারায়ণের সেবার আয়োজন করা হয়। এলাকার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় হাজার খানেক মানুষ এদিন প্রসাদ গ্রহণ করেন। এরপর এলাকার দুঃস্থ মহিলা ও পুরুষদের কম্বল ও বস্ত্র বিতরণ করা হয়। প্রসঙ্গত ঘোষাল বাড়ির জগদ্ধাত্রী পুজোর বেশ খ্যাতি রয়েছে এলাকায়। প্রাচীন ঐতিহ্য মেনে বংশানুক্রমে এই পুজো হয়ে আসছে ঘোষাল পরিবারে। পারিবারিক এই পুজোয় বলিদান প্রথা নেই। সাবেকি ধাঁচের এক চালায় দেবীর প্রতিমা গড়া হয়। ডাকের সাজে দেবীকে সাজানো হয়। জগদ্ধাত্রী পুজো উপলক্ষ্যে ঘোষাল পরিবারের সমস্ত সদস্য গ্রামের বাড়িতে এসে হাজির হন। পুজোর কটা দিন একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া ও আনন্দ-ফূর্তিতে দিন কাটে।

ঘোষাল পরিবারের সদস্য বাদল ঘোষাল জানান, আমাদের বংশের কোন ব্যক্তি এই পুজোর প্রচলন করেছিলেন তা আমাদের জানা নেই। তবে এই পুজোটি পাঁচ-ছয় পুরুষ ধরে আমাদের ঘোষাল পরিবারে হয়ে আসছে পুরুষানুক্রমে। আমাদের বংশের পূর্ব পুরুষ হারাধন ঘোষাল পুজোটি চালিয়ে আসছিলেন। বর্তমানে বিকাশ ঘোষাল, বাদল ঘোষাল, মৃণালকান্তি ঘোষাল, উদয়ভানু ঘোষাল প্রমুখ ব্যক্তিরা প্রাচীন রীতি মেনে নিষ্ঠার সঙ্গে এই পুজোটি চালিয়ে আসছেন বেশ কয়েক বছর ধরে। মায়ের নামে কিছু জমি-জায়গা থাকলেও পরিবারের সকল সদস্যরা চাঁদা দিয়ে পুজোর খরচখরচা চালান। তবে বাদল ঘোষাল পুজোর বেশিরভাগ খরচ বহন করেন। এবং তাঁরই উদ্যোগে গ্রামের দুঃস্থ মানুষদের বস্ত্র ও কম্বল দান করেন প্রতিবছরই।

নতুন থানা উদ্বোধনে জেলার পুলিশ সুপার

চন্দ্রজিৎ মজুমদার, কান্দি ঃ থানার শুধু ঝাঁ-চকচকে ভবন থাকলেই হবে না, ঝাঁ-চকচকে ভবনের পাশাপাশি থানার সকল স্তরের পুলিশকর্মী, আধিকারিকদের আরও বেশি করে হৃদয়বান হতে হবে। এলাকার জনসাধারণের কাছে সকল মানুষকে সমান সুযোগ-সুবিধা দিয়ে সমান চোখে দেখতে হবে। তবে এই এলাকায় ক্রাইম কমবে, এলাকায় আরও উন্নয়ন হবে। যে কোনও ঘটনাকে গুরুত্ব দিয়ে দেখে তার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। যদি না করা হয় বা আমাদের কাছে যদি কোনো অভিযোগ আসে, আমরা তার কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করব। সে কোনো পুলিশ অফিসারই হোক বা কোনও সাধারণ পুলিশ কর্মীই হোক। শনিবার মুর্শিদাবাদের কান্দি মহকুমার খড়গ্রাম থানার নতুন ভবনের উদ্বোধন করতে এসে এইভাবেই মঞ্চে দাঁড়িয়ে মাইকের সামনে জনসাধারণের উদ্দেশ্যে এই কথা বলেন মুর্শিদাবাদ জেলার পুলিশ সুপার শ্রী মুকেশ। এর পাশাপাশি তিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এবং রাজ্য সরকারের পরিসংখ্যান মতো তথ্য দিয়ে জানান, এবার রাজ্যের অন্যান্য জেলার মধ্যে মুর্শিদাবাদ জেলায় পথদুর্ঘটনায় সবথেকে কম লোকের মৃত্যু হয়েছে। রাজ্যে পথদুর্ঘটনা কমছে। আর এই বিষয়ে জেলার পুলিশ সুপার পরিষ্কারভাবে জানিয়েছেন, রাস্তায় দাঁড়িয়ে কোন ভাবেই টাকা আদায় করা চলবে না। যদি এই বিষয়ে কোনো অভিযোগ পাওয়া যায় এবং তদন্ত করে যদি প্রমাণিত হয় তাহলে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। সাথে সাথে তিনি মহকুমা পুলিশ আধিকারিক এবং সার্কেল ইনস্পেক্টর দেরও প্রত্যেকদিন থানাগুলিতে পরিদর্শন করা এবং নানান বিষয়ে সুবিধা ও অসুবিধা দেখার জন্য নির্দেশ দেন। তিনি এলাকার গ্রামবাসীদের কাছে আবেদন রাখেন, সুস্থ শান্তিপূর্ণভাবে এলাকায় বসবাস করুন এবং বিভিন্ন উৎসব পালন করুন। এদিনের থানা ভবনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ফিতে কেটে নতুন থানার উদ্বোধন করেন জেলার পুলিশ সুপার শ্রী মুকেশ। সাথে ছিলেন কান্দির বিধায়ক অপূর্ব সরকার, খড়গ্রামের বিধায়ক আশিস মার্জিত, কান্দি পুরসভার প্রাক্তন পুরপ্রধান গৌতম রায়, খড়গ্রাম ব্লকের বিডিও সৌরভ ধর, কান্দি মহকুমা পুলিশ আধিকারিক, জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সহ বহু পুলিশ আধিকারিক এবং অন্যান্য পুলিশকর্মীরা। এদিন অনুষ্ঠান শেষে খড়গ্রাম ব্লকের মেধা ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে উপহার তুলে দেওয়া হয় এবং মানপত্রও দেওয়া হয়। সেই সাথে এলাকার গরিব ও দুঃস্থ পুরুষ এবং মহিলাদের শীতবস্ত্র দান করা হয়।

বড়ঞায় বিষ খেয়ে আত্মঘাতী যুবক

নিজস্ব সংবাদদাতা, কান্দি ঃ পারিবারিক বিবাদের জেরে বাড়িতে রাখা ফসলে দেওয়া বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করলেন এক যুবক। শুক্রবার রাতে এই ঘটনাটি ঘটে মুর্শিদাবাদের কান্দি মহকুমা বড়ঞা থানার রহিম গ্রামে। এই ঘটনার পর বাড়ির লোকেরা অসুস্থ যুবককে উদ্ধার করে প্রথমে বড়ঞা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করেন। পরে অবস্থার অবনতি হওয়ায় ওখান থেকে কান্দি মহকুমা হাসপাতালে ট্রান্সফার করা হয়। কিন্তু ওই দিন রাতেই কান্দি মহকুমা হাসপাতালে ওই যুবক মারা যায়। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত যুবকের নাম নিরঞ্জন দাস (২৫)। মৃত দেহটি কান্দি মহকুমা হাসপাতালে ময়না তদন্ত করার পর বাড়ির লোকেদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। যুবকের এই অস্বাভাবিক মৃত্যুতে গ্রামে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

গয়ারাম দাস বিদ্যামন্দিরে সারা বাংলা কবিতা উৎসব

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ঃ বাংলার সর্ববৃহৎ কবি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে আগামী মঙ্গলবার পূর্ব বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী-১ নম্বর ব্লকের বিদ্যানগরের বিদ্যামন্দির প্রাঙ্গণে। এই কবিতা উৎসবের আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করবেন রাজ্যের প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী তথা স্থানীয় বিধায়ক স্বপন দেবনাথ। এছাড়াও প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন বাংলার খ্যাতিমান কবি বীথি চট্টোপাধ্যায়, বিশেষ অতিথির আসন অলংকৃত করবেন কবি ও সাংবাদিক বিনোদ ঘোষাল, কবি অর্ঘ্য রায় ও বিশিষ্ট কবি ও সাংবাদিক দেবাংশু চক্রবর্তী। এছাড়াও মঞ্চে থাকবেন কবি তারকেশ্বর চট্টরাজ, শিবশঙ্কর বকশি, সুনীল মুখোপাধ্যায়, ব্রিলোচন ভট্টাচার্য্য, সুব্রত ভট্টাচার্য, তপন বৈরাগ্য, জেলা পরিষদের সদস্য ও শিক্ষাবিদ দেবাশীষ নাগ, পূর্বস্থলী-১ ব্লকের বিডিও নিতিশ বালা, পূর্বস্থলী-১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি দিলীপ মল্লিক, কালনা-২ নম্বর ব্লকের বিডিও মিলন দেব ঘড়িয়া, কবি আব্দুল কুদ্দুস মল্লিক হালদার বিশিষ্ট সমাজসেবী নজরুল সেখ ও মনোজ সরকার, বিশিষ্ট সমাজসেবী ও শিক্ষিকা গাছ প্রেমি তরুণি ইন্দ্রাণী দাস, কবি রনিতা মল্লিক, কবি মানিকচন্দ্র বিশ্বাস, কবি জগদীশচন্দ্র পাল, কবি ঝুমা রায়, কবি হদবউ দিন মণ্ডল, কবি সরজিৎ বিশ্বাস, কবি সুকান্ত দেবনাথ, কবি গৌরী চক্রবর্তী, কবি সঞ্জীব বসাক, কবি লিটন দাস, কবি সমীর বেতাল, কবি মধুসূদন দেবনাথ, কবি বিষ্ণু ঘোষ, কবি মধুসূদন সাঁতরা, কবি ফারুক আহমেদ, কবি আকমল হোসেন, কবি বিকাশ বিশ্বাস, কবি তারক দেবনাথ, কবি রবীন্দ্রনাথ হালদার, কবি গীতশ্রী সাহা, কবি মায়ারানি ঠিকাদার, কবি অশোক দত্ত, কবি পল্লব চট্টোপাধ্যায়, কবি উদয়চন্দ্র কুণ্ডু, কবি অলোক দত্ত, কবি অশোক বিশ্বাস, কবি নবকুমার সরকার, কবি শিবকুমার বসু, কবি চৈতন্য দাস, কবি অনিল ঠাকুর, কবি অনিমেষ রায় প্রমুখ।

প্রধান উদ্যোগী কবি ও সাহিত্যিক বৃন্দ

কবিতা উৎসব কমিটির সভাপতি বিভাস বিশ্বাস জানিয়েছেন, সারাদিনব্যাপী কবি উৎসবে সকল কবিদের কবিতা পাঠ, আলোচনা, নাচ-গান অনুষ্ঠিত হবে। আমরা কবিদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতেই এই ধরনের উৎসবের আয়োজন করেছি। এই কবিতা উৎসবে সকল কবি, সাহিত্যিকদের উপস্থিতি একান্তভাবে কাম্য এই আবেদন রাখছি। দূরের কবিদের থাকার ব্যবস্থাও আমরা করব। কবিতা উৎসবের সম্পাদক ও সঞ্চালক শ্যামল রায় জানিয়েছেন, কবিদের নিয়ে ভাবনা, কবিদের পাশে দাঁড়ানোর যে উদ্যোগ উদ্যোক্তারা নিয়েছেন এটা প্রশংসার দাবি রাখে। কবিতা উৎসবের প্রধান কাণ্ডারী রাজ্যের অন্যতম মন্ত্রী স্থানীয় বিধায়ক স্বপন দেবনাথ তাঁর সাহিত্যের প্রতি ভালোবাসা এবং টান দীর্ঘদিন ধরে রয়েছে এবং আগামী দিনেও থাকবে আমরা আশা রাখতে পারি। বিশিষ্ট সমাজসেবী ও শিক্ষাবিদ বিভাস বিশ্বাস কবিদের জন্য আগাম বার্তা দিয়েছেন, আগামী বসন্ত উৎসবে কবিদের জন্য আলাদা মঞ্চ রাখা হবে এই বিদ্যানগর গয়ারাম দাস বিদ্যামন্দির ও প্রশান্ত দাসগুপ্ত কলেজ অফ এডুকেশনের মাঠে। একদিকে কবিরা কবিতা পড়বেন, অন্যদিকে বাউল শিল্পীদের মঞ্চ থাকবে আলাদা।

সব মিলিয়ে একটি জমজমাট বসন্ত উৎসব পালনের মধ্যে দিয়ে আমরা সাড়া ফেলে দেবো এলাকায় বিভিন্ন মানুষের মধ্যে। তাই আগামী মঙ্গলবার বাংলার সর্ববৃহৎ কবি সম্মেলনে কবি সাহিত্যিকদের উপস্থিত থাকার জন্য আন্তরিকভাবে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বলে জানিয়ে দিলেন উৎসব কমিটির সভাপতি বিভাস বিশ্বাস। আর্থিক লিপি দৈনিক সংবাদপত্রের কার্যনির্বাহী সম্পাদক দেবাংশু চক্রবর্তী জানিয়েছেন, এই ধরনের কবিতা উৎসব করার জন্য উদ্যোক্তাদের আগাম শুভেচ্ছা জানালাম। কবিদের জন্য ভাবনা, কবিতার জন্য ভাবনা। এই ধরনের কবিতা উৎসব কবি ও লেখক দের মেলবন্ধন ঘটায়। তাই একদিকে কবি লেখকদের সাথে সম্পাদকের মেলবন্ধন ঘটানোর যে উদ্যোগ সারা বাংলা কবিতা উৎসব কমিটি নিয়েছেন সেই সমস্ত বিশিষ্টজনদের আন্তরিকভাবে আভিনন্দন জানাচ্ছি।

বাঁকুড়া সার্কিট হাউসে অভিষেক

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরুলিয়া ঃ পুরুলিয়া জেলার পুঞ্চায় তৃণমূল কর্মী খুনের শোক মিছিলে বিকেলে যোগ দিতে যাবার পথে বাঁকুড়ার সার্কিট হাউসে মধ্যাহ্ন ভোজন করলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূলের জেলা নেতার সূত্রে জানা গেছে, এদিন দুপুর ২টোর সময় মধ্যাহ্ন ভোজনের পর জেলা নেতৃত্বদের সঙ্গে দু-একটি জরুরি কথা সেরে নেবার পরেই পুরুলিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যান অভিষেকবাবু। এদিন বাঁকুড়া সার্কিট হাউসে উপস্থিত ছিলেন জেলার সভাধিপতি মৃত্যুঞ্জয় মুর্মু, মন্ত্রী শ্যামল সাঁতরা, বিধায়ক জ্যোৎস্না মান্ডি, বিধায়ক শম্পা দরিপা, তৃণমূলের জেলা সভাপতি অরূপ খাঁ, পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান দিলীপ আগরওয়াল প্রমুখ।

ভর্তির বিজ্ঞপ্তি
শিশুগুচ্ছ স্কুল
জুবিলি পার্ক, আরামবাগ, হুগলি
২০১৯ শিক্ষাবর্ষে ফর্ম দেওয়া ও ভর্তি শুরু হবে
১৪.১১.১৮ তারিখ থেকে
যোগাযোগ ঃ স্কুল অফিস
সময় ঃ বেলা ১১টা থেকে ২টা
ফোন ঃ ০৩২১১ ২৫৫৪২৮

ICSE CURRICULUM
SARADA VIDYAPITH
AN ENGLISH MEDIUM CO-EDUCATIONAL SCHOOL
[Following ICSE and ISC curriculum of the CISCE (Council for the Indian School Certificate Examinations)]
ADMISSION OPEN
for Nursery / LKG / UKG / Class-I / Class-II / Class-III
Basantapur (West Side of Football Maidan), Ward No 17, Arambagh, Hooghly
For Details Please Call : 7063851550 // 9547545196 // 9434665942
Email : saradavidyapith2018@gmail.com